OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 123
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 982 - 992
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue - ii, Published on April issue 2026, Page No. 982 - 992
Website: https://tirj.org.in/tirj, Mail ID: editor@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 - 0848

বাংলাদেশের নির্মানে সাম্প্রদায়িকতার ভূমিকা : প্রসঙ্গ শহীদুল্লা কায়সার - এর ‘সংশপ্তক’

নমদ্বীপ বালা
স্নাতকোত্তর, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়
Email ID: namradwipbala@gmail.com
0009-0003-6805-8305

Received Date *30. 03. 2026*
Selection Date *07. 04. 2026*

Keyword
Communalism, Division of Bengal, Two-Nation Theory, Partition and Communal Violence, The Great Calcutta Killings, Economy of Bengal, Religious Politics, East Pakistan, Pan-Islamism, Mass Uprising.

Abstract

The recent unprecedented mass uprising in Bangladesh, centered around the quota reform movement, July revolution, the fall of the government led by Sheikh Hasina, the formation of a new interim government, and the developments surrounding the thirteenth national parliamentary election have repeatedly revealed incidents of communal violence and brutal attacks on religious minorities. These events have deeply disturbed people of conscience across the world. However, such incidents are not entirely new in Bangladesh. It may be argued that communalism has accompanied the country since its very inception.

In fact, the political transformation of this region was significantly shaped by communal divisions, which ultimately contributed to the birth of Bangladesh. Consequently, communalism has continuously asserted its presence throughout the country's history. Even major collective struggles that transcended divisions of religion, caste, and ethnicity—such as the Bengali Language Movement of 1952, the 1969 Mass Uprising in East Pakistan, and the Bangladesh Liberation War of 1971—could not completely eradicate the roots of communalism.

This raises an important question: when exactly were the seeds of communalism sown in Bangladesh, and how did they grow so rapidly into a deeply entrenched social and political force? The answer may be explored through two parallel perspectives— history and literature. In this paper, we attempt to investigate the origins and development of communalism in Bangladesh by examining both historical realities and literary representation, particularly through an analysis of Shahidullah Kaiser's novel 'Sangshaptak'.

Discussion

১৯৭১ সালে দীর্ঘ ৯ মাস ব্যাপী রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের শেষে ‘বাংলাদেশ’ নামক একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা হয় ঠিকই, কিন্তু পূর্ববঙ্গের একটা বড় অংশের জনগণ বহু আগে থেকেই নিজেদের মানস-পটে একটা নতুন দেশের নির্মাণ শুরু করেছিল।

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 123
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 982 - 992
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

এর নানান আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় কারণ রয়েছে। অখন্ড বাংলাই ছিল হিন্দু-মুসলমানের দেশ। ১৯৪৭-এর আগে পর্যন্ত অখন্ড বাংলার মধ্যেই নদী ও খাল-বিলের দেশ হিসেবে পূর্ববঙ্গের একটা পৃথক ভৌগোলিক সত্তা ছিল। ১৯৪৭-এ দেশভাগের পর পূর্ববঙ্গ হয়ে যায় পূর্ব পাকিস্তান। দেশভাগ হয়েছিল দ্বি-জাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে, যেটা পরে ভ্রান্ত প্রমাণিত হবে। ২৫ বছর পর পাকিস্তান ভেঙে তৈরি হল বাংলাদেশ। একটা বিস্তীর্ণ সময় ধরে, নানান স্তরভেদে এই যে একটা দেশের নির্মাণ তা কখনোই সরল ছিল না। এর একটা সুদীর্ঘ ও জটিল ইতিহাস রয়েছে। আবার এই ইতিহাসের সাথেই ওতপ্রোত জড়িয়ে আছে সাম্প্রদায়িকতা। বলা যায় পূর্ববঙ্গ থেকে পূর্ব-পাকিস্তান হয়ে বাংলাদেশ সৃষ্টি হওয়ার এই যাত্রা পথে সাম্প্রদায়িকতা চলেছে পাশাপাশি, একেবারে সমান্তরাল ভাবে। এমনকি এই দেশের সৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সাম্প্রদায়িকতার ভূমিকাও রয়েছে যথেষ্ট।

বাংলাদেশে সুদীর্ঘকাল ধরে চলে আসা এই সাম্প্রদায়িকতার কারণ নিয়ে মতানৈক্য আছে। একটি দল মনে করে এই সাম্প্রদায়িকতার পিছনে রয়েছে দুটি সম্প্রদায়ের মধ্যেকার অর্থনৈতিক বৈষম্য। এই দলের মধ্যে অন্যতম ছিলেন তিরিশের দশকে বরিশালের শেরে বাংলা এ. কে ফজলুল হক।

> "কমিউনিস্টদের অনেক আগেই তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, 'দ্যা পলিটিক্স অফ বেঙ্গল ইজ রুটেড ইন দ্যা ইকোনমি অফ বেঙ্গল' অর্থাৎ বাংলার অর্থনীতির মধ্যেই বাংলার রাজনীতির আসল প্রাণ শক্তি নিহিত।"[১]

অন্যদল মনে করে সাম্প্রদায়িক সমস্যাটি ইংরেজ শাসকদের ভেদনীতির পরিণাম। এই দলের অন্যতম জহরলাল নেহেরু। কিন্তু উভয়ের ধারণাই সর্বাংশে গ্রহণযোগ্য নয়।

> "হিন্দু-মুসলমানের বিদ্বেষ সহস্রাধিক বছরের পুরানো। হিন্দুদের ওপর মুসলমান শাসকদের অত্যাচার, ধর্মান্তকরণ ইত্যাদি তার আদি কারণ। আসল কারণ অবশ্য আরও মূলে নিহিত। সামাজিক ক্রিয়া-কানুনের দিক থেকে হিন্দু সমাজ অনমনীয়, কিন্তু ধর্মের বিষয়ে হিন্দুরা উদার। মুসলমানদের ক্ষেত্রে পরিস্থিতিটা তার বিপরীত। তারা ধর্মের ক্ষেত্রে কঠোর, কিন্তু সামাজিক ক্ষেত্রে উদার। শহুরে হিন্দুদের নিজেদের মধ্যে বর্ণাশ্রমের সামাজিক প্রাচীর ভাঙ্গা অতিসামান্য শুরু হলেও মুসলমানদের সঙ্গে হিন্দুদের কোন ক্ষেত্রেই সামাজিক সম্পর্ক, অর্থাৎ খানাপিনা ও বিবাহ সম্পূর্ণ অচল। তাছাড়া উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে গোমাংস পারস্পরিক সংমিশ্রণের (fusion) এক মস্ত বাধা।"[২]

অর্থাৎ এই সমস্ত বিভেদমূলক সমস্যা নিয়েই অখন্ড বাংলায় হিন্দু-মুসলমান একত্রে বসবাস করছিল। ইংরেজ যেমন নিজেদের শাসন ব্যবস্থা কায়েম রাখতে এই বিভেদকে কাজে লাগিয়েছে, তেমনি আমরা দেখব এদেশের এক শ্রেনীর মানুষ নিজেদের উদ্দেশ্য সফল করতে এই বিভেদকে কাজে লাগাবে। এই নির্দিষ্ট শ্রেণীর মানুষের হাতে ছিল দুটি অস্ত্র। একটি অর্থনৈতিক বৈষম্য, আরেকটি 'Pan-Islamism' বা নিখিল ইসলাম। কখনো কখনো আবার এই দুটি অস্ত্রের একত্র প্রয়োগও লক্ষ্য করা যায়।

এখন প্রথমে আসা যাক ১৯০৫-এর বঙ্গভঙ্গের কথায়। সে সময় ঢাকায় নবাব সলিমুল্লাহ এবং কিছু মুসলিম নেতা পূর্ববঙ্গের মুসলিম সমাজের নেতৃত্বস্থানীয় লোকেদের একটা বড় অংশকে বোঝাতে সক্ষম হলেন যে, বাংলাকে দু-ভাগে ভাগ করলে পূর্ববঙ্গের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম জনগণ অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হবেন। একথা সত্যি যে তৎকালীন পূর্ববঙ্গে জমিদারদের মধ্যে একটা বড় অংশ ধর্ম পরিচয়ে ছিল হিন্দু। ফলত মানুষকে এটা বোঝানো খুব কঠিন ছিল না। কিন্তু একথাও সত্য যে ওই সমস্ত জমিদারদের নিচে ছিল একশ্রেণির জোতদার সম্প্রদায়, যারা ধর্ম পরিচয়ে মুসলমান। তারা আশা করেছিল বঙ্গভঙ্গ হলে সেই জমিদারি আসবে তাদের হাতে। এখানে সাধারণ মানুষ তথা কৃষক সম্প্রদায়ের কোন প্রকার স্বার্থ ছিল না। কিন্তু তাদের অর্থনৈতিক লাভের কথা বলে ভুল বোঝানো হয়েছিল।

এরপর পাকিস্তান আন্দোলন। মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ জোরালো ভাবে দ্বিজাতি তত্ত্বের দাবি তুললেন। মুসলিম জনগোষ্ঠীকে বোঝানো হল – 'পাকিস্তান' প্রতিষ্ঠার মধ্যে দিয়েই মুসলিমদের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি সম্ভব। পাকিস্তান আন্দোলনের নেতারা বাঙালি মুসলমানদের বোঝাতে পেরেছিলেন হিন্দু জমিদাররা যেভাবে মুসলমান প্রজাদের শোষণ-পীড়ন করছে

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 123
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 982 - 992
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর তা হবে না। একই সাথে ছিল 'pan-Islamism' বা নিখিল ইসলামের ভাবাদর্শ। যা উনিশ শতকে মুসলমান জগতকে প্রবলভাবে আন্দোলিত করে। ধীরে ধীরে এই তত্ত্বের অপব্যবহার শুরু হয়, ক্রমশ তা উগ্র-জাতীয়তাবাদের স্বার্থে ব্যবহৃত হতে থাকে এবং সাম্প্রদায়িকতার উত্থানের পথ সহজ হয়। ফলস্বরূপ ১৯৪৬-এ গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং ও ৪৭'-এ দেশভাগ।

১৯৪৭ এর ১৪ই আগস্ট সাম্প্রদায়িক দ্বি-জাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে দেশভাগের পর পাকিস্তান সম্পর্কে বাঙালি মুসলমানদের মোহভঙ্গের সূচনা হয়েছিল ১৯৪৮-র ২৩ শে ফেব্রুয়ারি, যখন পাকিস্তানের আইনসভায় ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতির দাবি জানালে প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান এই দাবিকে হিন্দু ও ভারতের পাকিস্তান ভাঙার ষড়যন্ত্র বলে মন্তব্য করেন। প্রতিবাদ স্বরূপ ১৯৫২-র ভাষা আন্দোলনের পর থেকে পূর্ব-বাংলায় অসাম্প্রদায়িক চেতনার বিকাশ ত্বরান্বিত হয়। এবং ১৯৫৪-এর নির্বাচনে বাংলাদেশের মাটিতে মুসলিম লীগের রাজনীতি নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। দলীয় রাজনীতির শোচনীয় বিপর্যয়ের পর পাকিস্তানি শাসকদের অবলম্বন ছিল সশস্ত্র বাহিনী। ধর্মের সঙ্গে রাষ্ট্র ও রাজনীতির মেলবন্ধনের পরিণতি ভয়ংকর। ইসলামের দোহাই দিয়ে পাকিস্তানের অখণ্ডতা রক্ষার নামে তাই একাত্তরের বাংলাদেশে নেমে আসে পাশবিক অত্যাচার।

বাংলাদেশে হিন্দু-মুসলমানের সম্মিলিত জীবন নিয়ে এবং অসাম্প্রদায়িক জীবন বোধে অনুপ্রাণিত প্রথম সার্থক সৃষ্টি শহীদুল্লা কায়সার (১৯২৭-১৯৭১)-এর 'সংশপ্তক' (১৯৬৫)। ১৯৭১ সালে ১৪ই ডিসেম্বর 'অপারেশন সার্চ লাইট'-এর সেই বিভীষিকাময় ভয়াবহ রাত্রিতে আল-বদর এবং আল-শামস নামক পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর হাতে যে সমস্ত বুদ্ধিজীবী নিহত হন শহিদুল্লা কায়সার তাদের মধ্যে অন্যতম। পেশায় সাংবাদিক। এছাড়া সক্রিয় বামপন্থী রাজনীতির সাথে যুক্ত ছিলেন, জেলেও গেছেন বহুবার। তার শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকর্ম 'সংশপ্তক'। এই মহাকাব্যিক উপন্যাসের কালসীমা ১৯৩৮ থেকে ১৯৫১, অর্থাৎ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কিছুকাল আগে থাকে দেশভাগের পরবর্তী কয়েক বছর পর্যন্ত। যে সময়কালে আমরা দেখব মুসলিম স্বাধিকারের সূত্রপাত, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও অর্থনৈতিক মন্দা, ৪০-এ পাকিস্তান ভাবনা, ৪২-এর মন্বন্তর, ৪৬-এর দাঙ্গা, ৪৭-এর দেশভাগ, দেশভাগ পরবর্তী পূর্ববঙ্গে রাজনৈতিক আন্দোলন-সহ নানান গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। এসব নিয়েই উপন্যাসের প্রেক্ষাপট রচিত হয়েছে।

দ্বি-জাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে দেশভাগ ও পাকিস্তান নামক একটি নতুন রাষ্ট্র সৃষ্টির পথে, পূর্ববঙ্গের মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষ নেমেছিলেন সুদিনের আশায়। আশা ছিল অর্থনৈতিক মুক্তির, আশা ছিল বহুকালের শোষণ থেকে মুক্তি। যে কারণে সুদিনের এই পথযাত্রায় এদিক-ওদিক তাকানোর অবসর হল না, নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছানোটাই তখন প্রধান এবং এর জন্য যেকোনো মূল্য চোকাতেও প্রস্তুত। হ্যাঁ, মূল্য চোকাতে হল। খুব বড় ধরনের মূল্য চকোতে হল। যে পূর্ব বাংলার মানুষ ধর্ম-বর্ণ-জাতি নির্বিশেষে অর্থনৈতিক মুক্তি চেয়েছিল, শোষণ থেকে মুক্তি চেয়েছিল তাদেরকে সম্মুখীন হতে হল সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারার। পূর্ব-বাংলার সম্প্রতি ধ্বংস করে সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারার এই পথে সাম্প্রদায়িকতার জাগরণ তো অনিবার্যই। 'সংশপ্তক' সম্প্রদায়িকতার এই জাগরণকেই ধারণ করেছে তার বিশাল বহরে।

উপন্যাসের পটভূমি বিস্তৃত হয়েছে বাংলার দুই অখ্যাত গ্রাম বাকুলিয়া ও তালতলি থেকে বাংলার দুই বিখ্যাত শহর কলকাতা ও ঢাকায়। মুসলিম প্রধান বাকুলিয়া এবং হিন্দু প্রধান তালতলি পাশাপাশি দুটি গ্রাম। দুই গ্রামকে আলাদা করে রেখেছে বিস্তীর্ণ এক শস্যক্ষেত। তবু এই দুই গ্রামের মধ্যে রয়েছে সম্প্রীতির এক বন্ধন - মালু। বাকুলিয়ার রাবু আপা ও তালতলির রানু দিদির বন্ধুত্বের সে একমাত্র মাধ্যম। ছোট্ট মালু বুঝতে পারে না এই দু'জনের বন্ধুত্বের বাধা কোথায়?

> "ছয় মাস আগেও এ-রকম ছিল না অবস্থাটা। সারা গ্রাম চষে বেড়াত ওরা দুবোন। গাছে চড়ত, ফল পাড়ত সাঁতার কাটত বাইর বাড়ির বড় পুকুরটায়। সে সব বন্ধ হয়েছে। আরিফার আম্মা, রাবুর জেঠি আম্মা, তিনি একদিন ফজরের নামাজ শেষে জায়নামাজটায় বসে বসেই বুঝিয়ে দিয়েছিলেন ব্যাপারটা ... শোন আরিফা। শোন রাবেয়া। তোমাদের চুল বাঁধতে হবে টেনে; খোঁপা করে। এলোচুলে শয়তান ভর করে। ঘোমটা রাখতে হবে মাথায়, বাড়ির বাইরে যাওয়া চলবে না, এমনকি বাইর বাড়ির বা কাচারী ঘরেও না। কথা বলতে হবে আস্তে আস্তে। বাড়ির পুরুষরাও যেন শুনতে না পায়। চেঁচানোটা হল

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 123
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 982 - 992
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

> অসভ্যতা, ছোটলোকরাই চেঁচায়। পরপুরুষদের সুমুখে বের হবে না। বাড়ির চাকরদের সুমুখেও না। এক এক করে নির্দেশগুলো বুঝিয়ে দিয়ে তিনি বলেছিলেন, তোমরা এখন বড় হয়েছ, 'বালেগা' হয়েছ।"[৩]

রাবু এখন পর্দা নিয়েছে, আগের মত এখন আর যেখানে সেখানে যেতে পারে না। তালতলির রানুও কেমন যেন হয়ে যাচ্ছে দিন দিন। ফলত বাকুলিয়া আর তালতলির মধ্যে মালুর অবাধ যাতায়াত বিঘ্নিত হচ্ছে নানা ভাবে। গ্রামীন প্রেক্ষাপট থেকে এই সমস্যাটা ধীরে ধীরে নানা রাজনৈতিক ঘটনাক্রমের ফলে সৃষ্টি হওয়া ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে দিয়ে কিভাবে এক জাতীয় ইস্যু হয়ে ওঠে এবং তা শেষপর্যন্ত সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারার মাধ্যমে দুটি নতুন রাষ্ট্রের জন্ম দেয় সেটাই আমরা লক্ষ্য করবো এই উপন্যাসে।

উপন্যাস শুরু হয় তৎকালীন বাঙালি মুসলমান সমাজের এক কদর্য দিক উন্মোচনের মাধ্যমে। মিঞাবাড়ি সংলগ্ন মসজিদের সম্মুখে বসেছে 'বাদ জুমা মজলিস'। যেখানে বিচার হচ্ছে 'হারামজাদী', 'বজ্জাত মাগী', 'খানকী বেইশ্যা' হুরমতির। তার অপরাধ সে অবিবাহিত কিন্তু অন্তঃসত্ত্বা। এই জঘন্য অপরাধের বিচার করতে পঞ্চায়েতে উপস্থিত ফেলু মিয়া, খতিব সাহেব, রামজানের মত গ্রামের মাতব্বর-রা। বিচারে তারা 'কঠিন শাস্তি' দিতে বদ্ধপরিকর। কারন—

> "শরিয়ত বলে, চুরি করলে যে হাত দিয়ে চুরি করেছে সে হাতটি কেটে দাও, খুন করলে ঠ্যাংটা ছেঁটে ফেল আর যেনা করলে বুক পর্যন্ত মাটিতে পুঁতে পাথর ছুঁড়ে মার, পাথর ঢেলাতে থাক যতক্ষণ না যেনাকার বা যেনাকারিণীর মৃত্যু হয়।"[৪]

শেষ পর্যন্ত শাস্তি ঠিক হয় হুরমতিকে ছ্যাকা দেওয়া হবে এবং তাকে একঘরে করা হবে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়—

> "যে হার্মাদ ছেলে আনল ওর পেটে সেও তো এই মজলিসে হাজির। তাকে চেনে না কে! মেয়েটির শাস্তি হলে সে লোকটিরও বিচার হওয়া দরকার বই কী?"[৫]

কিন্তু বিচার হয় না। কারণ প্রথমত রমজান শুধু কর্মচারী নয় সব কাজেই ফেলু মিঞার দক্ষিণ হস্ত, দ্বিতীয়ত ইদানিং হুরমতি ফেলু মিঞাকে এড়িয়ে 'সাব-ডিভিশন' শহরটায় ঘনঘন পাড়ি দিচ্ছিল।

এই ঘটনায় আমরা ফেলু মিঞার ক্ষমতা টের পাই। তবে এ ক্ষমতা কিছুই নয়, সে অভিজাত মিয়া বংশের কনিষ্ঠ সন্তান। এককালে তাদের ক্ষমতা ছিল আরও বেশি।

> "কিন্তু কর্ণওয়ালিসের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় কেমন করে যে জমিদারীটা বেহাত হয়ে যায়, সে ইতিবৃত্ত এখনো উদ্ধার করতে পারেনি ফেলু মিঞা। শুধু শুনেছিল প্রাচীন সম্পত্তি পুনর্বার বন্দোবস্ত নেবার মতো নগদ টাকা নাকি ছিল না তাদের দুর্ভাগা পূর্বপুরুষদের হাতে। ছিল না তেজারতী কারবারে নগদ অর্থের অধিকারী কোনো হিন্দু বেনিয়ার সাথে প্রতিযোগিতার রৌপ্যশক্তি। তাই ত্রিপুরার মহারাজার অধীন কয়েকটা পত্তনী আর বন্দোবস্ত নিয়েই তুষ্ট থাকতে হয়েছিল সেই অভাগা পূর্ব পুরুষদের। পরে সেই পত্তনী বন্দোবস্তগুলোও একের পর এক হাতছাড়া হয়েছে।"[৬]

হিন্দু-মুসলমান সাম্প্রদায়িকতার একটা বড় কারণ ছিল অর্থনীতি। বাঙালি মুসলমান সমাজে এই অর্থনৈতিক সমস্যা দুটি শ্রেণীকে দু'ভাবে প্রভাবিত করেছিল। একটা শ্রেণী সমাজে উচ্চবিত্ত, এই শ্রেণীর প্রতিনিধি ফেলু মিঞার মত মানুষ। যারা ইংরেজসৃষ্ট চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কারণে নিজেদের প্রাচীন সম্পত্তি হারিয়েছে রামদয়ালের মতো হিন্দু জমিদারদের কাছে। ফলত তাদের মনে ইংরেজদের প্রতি যেমন ক্ষোভ ছিল, তেমনি হিন্দুদের প্রতিও। বলা যায় এই ক্ষোভের পরিমাণ ইংরেজদের তুলনায় হিন্দুদের প্রতিই বেশি।

> "শা-লা-কর্ন ওয়ালিস ... নাফরমান ইংরেজের বাচ্চা ... ব্যাটা মালাউন, বলে কিনা চাষ করুন? উত্তরের ক্ষেতে পা রেখে দাঁত দাঁতে চেপে অনেকটা স্বগতোক্তিতে বলে ফেলু মিঞা।"[৭]

('মালাউন' একটি গালি, যা বাংলাদেশ মূলত হিন্দুদের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়। যার অর্থ অভিশপ্ত বা আল্লার অভিশাপ প্রাপ্ত।) তাই ফেলু মিঞার মত মানুষজন ভবিষ্যতে সম্প্রদায়িক বাটোয়ারাকে সমর্থন করে, পাকিস্তানের দাবি তুলবে।

অন্য শ্রেণীতে ছিল লেকু, কসির, বুড়ো ট্যান্ডেল, মজু সারেং, ফজল আলীর মত নিম্নবিত্ত শ্রেণীর মানুষ। এরা বেশিরভাগ সবাই ভাগচাষী, সমাজের শোষিত শ্রেণীর প্রতিনিধি। দিন দিন বেড়েই চলে এদের উপর শোষণের পরিমাণ।

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 123
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 982 - 992
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

এক সময় তারা আর পেরে ওঠে না। তাই ভিটেমাটি বিক্রি করে পাড়ী দেয় ভিন দেশে। যা দেখে সেকান্দার মাস্টারের মনে হয়েছে—

> "বইয়ে পড়া, ছোট বেলায় কিছুটা বুঝি চোখেও দেখা সোনার বাংলা সোনার গ্রাম। ভেঙে যাচ্ছে সেই গ্রাম বাংলার গাঁথুনি। ...এদিক ওদিক ছিটকে পড়ছে মানুষগুলো। ঘুঘু চড়ছে শূন্য ভিটায়। কে রুখবে, কেমন করে রুখবে এ ভাঙন?"[৮]

আকাশ পাতাল ভেবেও এ প্রশ্নের কোন উত্তর খুঁজে পায় না সেকান্দার মাস্টার।

এই শ্রেণীর মানুষ ফেলু মিঞার মত জোতদারের হাতে যতটা শোষিত হয়েছে ততটাই শোষিত হয়েছে রামদয়ালের মত জমিদারদের হাতে। কিন্তু ভবিষ্যতে এদেরকে বোঝানো হবে ফেলু মিঞা তাদেরই জাতের লোক, আর রামদয়াল ভিন জাতের। পাকিস্তান হলে রামদয়াল থাকবে না এবং তাদের আর শোষিত হতে হবে না। কিন্তু জমিদার হিন্দু হোক আর মুসলমান, শোষণ-পীড়ন এর ক্ষেত্রে প্রজাদের ধর্ম বিবেচনা করে না। হিন্দু জমিদারের অত্যাচার থেকে হিন্দু প্রজা যেমন রেহাই পায় না, মুসলমান জমিদারের নির্যাতন থেকেও তেমনি স্বধর্মী প্রজারা রেহাই পাবে না - এই সত্যটা আড়ালেই থেকে যায়। যার ফলস্বরূপ উপন্যাসের শেষে আমরা দেখব নতুন রাষ্ট্র পাকিস্তানে রামদয়াল নেই ঠিকই কিন্তু তার বদলে আছে রামজান। যুদ্ধের সময় সে কালোবাজারি করে বড়লোক হয়েছে এবং দেশভাগের পর রামদয়ালের জায়গায় বসেছে। অর্থাৎ শোষকের চরিত্র ও শোষিতের অবস্থানের কোন বদলই ঘটেনি। যে সুদিনের আশায় পথ হাঁটা, সেই সুদিন এলোনা হাতের নাগালে। বরঞ্চ পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের প্রচন্ড বৈষম্যে হবে মোহভঙ্গ। তাই পাঁচ বছর পর বাহান্নর ভাষা আন্দোলন এবং শেষ পর্যন্ত একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ। তাতেও ওই সমস্যার সমাধান হবে না। এ প্রসঙ্গে মনে পড়ে আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের 'চিলেকোঠার সেপাই'-এর কথা। ৬৯-এর গণঅভ্যুত্থানে নিম্ন-মধ্যবিত্ত এবং নিম্নবিত্ত শ্রেণীর মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত যোগদান ছিল, কারণ মানুষ তো তখন শুধু পাকিস্তান থেকে মুক্ত হতে চাইনি আরো অনেক কিছু চেয়েছিল। আরো অনেক কিছু তো আসলে অর্থনৈতিক মুক্তি। এই সত্যটাই ইলিয়াস তুলে ধরেছেন তার উপন্যাসে।

এই দুই শ্রেণীর মাঝে রয়েছে আরেকটি শ্রেণি, সমাজের নব্য শিক্ষিত বাঙালি মুসলমান শ্রেণী। জাহেদ ও সেকান্দার মাস্টার এই শ্রেণীর প্রতিনিধি। এই দুই চরিত্রকে আমরা একই শ্রেণীভুক্ত করেছি তাদের একটি মাত্র মিলের জন্য, সেটা হল শিক্ষা। কিন্তু তাদের মধ্যে দুটি গুরুত্বপূর্ণ অমিল রয়েছে। প্রথমটি হল দু'জনের আর্থিক অবস্থা। সেকেন্দার মাস্টার যদি মধ্যবিত্ত হয়, জাহেদ সেক্ষেত্রে উচ্চবিত্ত। তাই সেকেন্দার মাস্টার আর্থিক কারণে নিজের পড়াশোনা শেষ করতে না পারলেও জাহেদ কলকাতায় থেকে নির্বিঘ্নে পড়াশোনা করছে। এই অর্থনৈতিক অবস্থার ফারাকের কারণে আমরা দেখব, স্বাধীনতা আন্দোলনের মাঝ পথে গ্রামের দায়িত্ব সেকেন্দার মাস্টারকে দিয়ে জাহেদ সপরিবারে পাড়ি জমাবে কলকাতায়। কিন্তু সেকেন্দার মাস্টার থেকে যাবে গ্রামে। কাঁধে তার অনেক দায়িত্ব, পরিবারে সে একমাত্র রোজগেরে।

আর দ্বিতীয় অমিলটি হল তাদের দুজনের কাছে স্বাধীনতার অর্থ ভিন্ন। খেয়াল করলে দেখা যাবে দুজনের কাছে স্বাধীনতার অর্থ ভিন্ন হওয়ার পেছনে রয়েছে দুজনের অর্থনৈতিক অবস্থা। দুটি ভিন্ন অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে তারা ব্যাপারটা দেখছে। সেকান্দার মাস্টারের কাছে 'রৌদ্রে যাদের ক্ষেত পোড়ে, খিদেয় যাদের পেট জ্বলে, অকালমৃত্যু যাদের কপালের লিখন তাদের মুক্তি'-ই স্বাধীনতা। এবং এবং সেকান্দার মাস্টার বিশ্বাস করে, 'হিন্দুস্তানের সকল মুসলমান এই সংজ্ঞায় পড়ে না'। কারণ নিজের চোখেই সে অনবরত দেখে চলেছে গ্রামবাসীদের উপর ফেলু মিঞার অত্যাচার।

অপরদিকে জাহেদ মনে করে হিন্দুস্তানের সকল মুসলমানের মুক্তি সম্ভব একমাত্র পাকিস্তান হলে। সে আলাদা করে লেকু, ফজর আলীদের ভিটে-মাটি হারানোর সমস্যাকে সমস্যা হিসেবে দেখতে চায় না।

> "ওহ তুমি বুঝছ না সেকান্দার। কার একটা ভিটি গেল, কার এক টুকরো জমি বেহাত হল সেসব নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় এখন? তা ছাড়া একলা তুমি, কার কয়টা সমস্যার সমাধান করবে বল তো? সমস্যা কী একা লেকুর, একা ফজর আলির? সব সমস্যার যে মূল সে মূলেই তো হাত দিয়েছি আমরা।"[৯]

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 123
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 982 - 992
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

জাহেদের এই চিন্তাভাবনার কারণ তাকে কখনো সেকান্দার মাস্টার, লেকু কিংবা ফজর আলীর মতো আর্থিক সমস্যায় পড়তে হয়নি। সে জন্মেছে এবং বড় হয়েছে আর্থিক সচ্ছলতা সম্পন্ন পরিবারে। তাই তার শ্রেণী দৃষ্টিতে ফেলু মিঞা এবং লেকু, ফজর আলী এক। স্বাভাবিকভাবে এই শ্রেণী-ভাবনা মেনে নিতে পারে না সেকান্দার মাস্টার।

> "তুমি আমাকে বোঝাতে চাও, সৈয়দপুত্র তুমি, মাতুল ফেলু মিঞা আর লেকু, ফজর আলি তোমরা সবাই এক সারিতে, এক শ্রেণীতে, বঞ্চিতের দলে, হা হা হা।"[১০]

ফলত তর্ক বাধে দু'জনের মধ্যে। তর্ক স্বাধীনতা নিয়ে, তর্ক আগে মানুষ না আগে মুসলমান সে নিয়ে—

> "তোমার কাছে স্বাধীনতার অর্থ শুধুমাত্র ইংরেজ বিতাড়ন।
> আমার কাছে তার অর্থ আরও ব্যাপক, ইংরেজ বিতাড়ন তো বটেই সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষা জমি রুটিরুজি জীবনের নিরাপত্তা। চাপা দৃঢ়তায় উত্তর দিল সেকান্দর।
> রাবিশ? চিল্লিয়ে উঠল জাহেদ আর ছিনিয়ে নিল সেকান্দরের বগলের বইগুলো। ছুঁড়ে ফেলল রাস্তায়। চেঁচিয়ে চলল এই বইগুলোই যত নষ্টের মূল। তোমায় সাবধান করে দিচ্ছি সেকান্দর, তালতলির ওই হিন্দু মাস্টারগুলো থেকে দূরে থেকো রাজনীতিটা বুঝবার আগেই তোমার মাথায় একগাদা পোকা ঢুকিয়েছে? এরপর আস্ত মাথাটা চিবিয়ে খাবে।
> সেকান্দর নীরবে বইগুলো কুড়িয়ে নেয়। - নীরবেই পথ চলে। সহসা দু হাত বাড়িয়ে সেকান্দরের পথটা আগলে দাঁড়ায় জাহেদ, হাতের মুঠোতে চেপে ধরে ওর জামার গলাটা। তারপর তীরের মতো ছুঁড়ে মারে প্রশ্নটা, বল তুমি মুসলমান কিনা?
> না।
> তবে তুমি কী!
> মানুষ।
> অপমান বোধে মুখটা লাল হয়ে আসে জাহেদের। তুমি কী বলতে চাও আমি মানুষ নই?
> না। তুমি মুসলমান।
> আলবৎ। আমি প্রথমে মুসলমান তারপর মানুষ।
> সেজন্যই কী অমন বর্বরের মতো আচরণ করছ? গলাটা ছাড় তো এবার। যেন বিরক্ত হয়েই বলল সেকান্দর।
> আমি মুসলমান। আমি মুসলমান। এ পরিচয়ে আমার গৌরব, অগৌরব তো নয়ই।
> ...
> ভুল করছ জাহেদ ভুল করছ। প্রথমে মানুষ, তারপর ধর্ম। মানুষের জন্য তো ধর্ম। ধর্মের জন্য মানুষ নয়।"[১১]

জাহেদের এই স্বাধীনতা ভাবনা প্রতিফলিত হয় তার বক্তৃতায়।

> "ঝড় বইয়ে দিল জাহেদ। ...মিটিং বক্তৃতার তুফান ছুটিয়ে অদ্ভুত এক উত্তেজনায় মাতিয়ে তুল্য মানুষগুলোকে।"[১২]

জাহেদের কথা যেন আগুনের ফুলকি। মানুষের মুখে মুখে সেই আগুন স্ফুলিঙ্গ ছড়িয়ে যায় গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে। ঠান্ডা রক্ত গরম হয়।

> "গাঁয়ের মানুষ মসজিদের সুমুখে বসে তর্কের অছিলায় একটু গরম হয় ওরা। সেও কালে ভদ্রে। সহজে যেমন বিশ্বাস করে না ওরা তেমনি সহজে রা বের হয় না ওদের মুখ দিয়ে। হুজুগ হাঙ্গামাকে বাপদাদার পরামর্শ মতো দূরে রেখেই চলে ওরা। কিন্তু মনের বাতাসটা যখন দোলা দিয়ে ওঠে, ওরা, তখন কালবৈশাখী, কোনো বাধা মানে না ওরা। এমনিতে ঠাণ্ডা রক্ত কিন্তু সে রক্ত যখন চনচনিয়ে গরম হয়ে ওঠে ওরা তখন বেদিশা।

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 123
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 982 - 992
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

> সেই ঠাণ্ডা রক্তের মানুষগুলো মেতে উঠল কী এক উন্মাদনায়। মেতে উঠল ফজর আলি। মেতে উঠল মৃধা বাড়ির সেই রহমত বুড়োও। গরুর গাড়িটা নিয়ে জাহেদের সাথে সাথে সেও পাড়ি দেয় এ গাঁ সে গাঁ। দুর্বল লেকু সেও বসে থাকতে পারে না ঘরে। দূরে যেতে পারে না ও। কিন্তু মসজিদে আর জাহেদের বাড়ির বৈঠকে হাজিরা না দিয়ে থাকতে পারে না। উরুর জখমিটাই ওর সারছে না, পাটা সোজা করতে পারে না। তাই একটা লাঠি নিয়েছে ও। সেই লাঠিতে ভর দিয়ে আস্তে আস্তে চলে আসে সৈয়দ বাড়ি।”[১৩]

লেকুর এই অবস্থার জন্য দায়ী রামজান, ফেলু মিঞা। কিন্তু জাহেদের দেখানো সুদিনের স্বপ্নের কাছে, তাদের বিরুদ্ধে থাকা রাগ, আক্রোশ যেন আবছা হয়ে যায়।

> “ ‘সেই সুদিনের’ কথাটা যেদিন থেকে গেঁথে গেছে ওর মনে সেদিন থেকে উরুর ওই ব্যথাটাও যেন ভুলে গেছে ও। ভুলে গেছে অনেক কিছু। সেই রাগ, সেই আক্রোশ রমজানের বিরুদ্ধে, ফেলু মিঞার বিরুদ্ধে, তেমন করে যেন উন্মাদ করে না ওকে। ওর সেই ‘সুদিনের’ স্বপ্নের কাছে ওরা যেন কিছুই না, ওদের গ্রাহ্য করে না লেকু।”[১৪]

প্রশ্ন জাগে জাহেদ-রা সুদিনের স্বপ্ন দেখিয়ে যে পথে চালনা করলো মানুষগুলোকে সেটা কি আদৌ সুদিনের পথ! নাকি সাম্প্রদায়িকতা জাগরণের পথ? এ পথ যে সাম্প্রতিকতার জাগরণেরই পথ, তার প্রমাণ ১৯৪৬ এর দাঙ্গা।

সময়ের ঘূর্ণাবর্তে ও ভাগ্যের পরিহাসে মালু এসে পৌঁছায় কলকাতায়। জাহেদ, আরিফা, রাবেয়া তো ছিল আগে থেকেই। মালুর এই কলকাতা আগমন থেকেই সাম্প্রদায়িকতার প্রভাব প্রকাশিত হতে থাকে। যেমন - অশোকের মেস বাড়িতে যুদ্ধের দিনগুলোতে মালু রান্না করে খাইয়েছে যতীন বাবু, অবনী বাবু-সহ পাঁচজন হিন্দুকে। ঘটনাক্রমে তারা জানতে পারে মালু মুসলমান। তাই –

> “যতীনের নেতৃত্বে আস্তিন গুটিয়েছে দু-তিনজন। আস্তিন গুটিয়ে পাক ঘরের দিকে এগিয়ে আসছে ওরা। ছাঁত করে ওঠে মালুর বুকটা। ওরা কি মারতে চায় ওকে? ওর গায়ের রক্তহীন হয়ে আসে।”[১৫]

সেখান থেকে পালিয়ে মালু আশ্রয় নেয় পল্লীগীতির সম্রাট রাকিব সাহেবের কাছে। মালু নিজেও খুব ভালো গান গায়। কিন্তু প্রতিভার যোগ্য সম্মান সে পায় না।

> “দেখ আগেই তো বলেছিলাম তোমায়, ভীষণ প্রতিযোগিতা এখানে। তার উপর মুসলমান তুমি। ভালো গায়ক-গায়িকা সবাই হিন্দু, যাঁরা বাছাই করবেন তাঁরাও হিন্দু, সহজে কী আর ওরা চান্স দিতে চায় কোনো মুসলমানকে?”[১৬]

মালু এবং রাকিব সাহেব থাকতে শুরু করে নিউ গ্র্যান্ড হোটেলে। শচীন বাবু এই হোটেলের ষোল আনা মালিক এবং রাকিব সাহেবের গুনমুগ্ধ বন্ধু। তাদের এই বন্ধুত্বের সম্পর্কে আঁচ লাগে সম্প্রদায়িকতার।

> “দূরে কিসের যেন হল্লা। প্রথমে লঘু পরে কিঞ্চিৎ ভারি হয়ে আসে হল্লার মিশ্র আওয়াজ। কান পেতে বুঝতে চেষ্টা করল মালু। অনেক কণ্ঠের স্লোগান। আওয়াজ তার ক্রমশ উঁচুতে উঠেছে। স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হল স্লোগানগুলো। ছ্যাঁত করে কানে এসে ধাক্কা খেলো কয়েকটি পরিচিত স্লোগান।
>
> নারায়ে তকবীর-আল্লাহ-আকবার।
>
> এ পাড়ায় তো এ ধ্বনি শোনার কথা নয়?
>
> মাসিকের পাতায় চোখ বুলোতে বুলোতে বুঝি একটু অন্যমনস্ক হয়েছিলেন রাকীব সাহেব। স্লোগানের ধাক্কা খেয়ে চমকে উঠলেন। আলগোছে ধরে রাখা মাসিকটা পড়ে যায় তাঁর হাত খসে।
>
> হঠাৎ চুপ চাপ। অসংখ্য ত্রস্ত পলায়নী পায়ের প্রতিধ্বনি দেয়ালে দেয়ালে আঘাত খেয়ে ছড়িয়ে পড়ে। স্লোগানগুলো প্রথমে বিক্ষিপ্ত পরে ক্ষীণতর হয়ে আসে। আবার সব কিছু স্তব্ধ হয়ে যায়।
>
> ঠুক ঠুক টোকা বাজে দরজায়।
>
> ভেতরে আসুন।

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 123
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 982 - 992
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

> প্রায় হুড় মুড় করে ঘরে ঢুকলেন শচীন বাবু। সে উত্তেজনাটা চাপতে গিয়েই শ্বাস পড়ছে তাঁর ঘন ঘন। ব্যাপার-স্যাপার তো খুব ভালো ঠেকছে না রাকীব ভাই। দাঙ্গা বুঝি লেগেই গেল। তুমি এখুনি সরে পড়। বলা তো যায় না...।"[১৭]

রাকীব সাহেবের মনে হাজারো প্রশ্ন উঁকি দেয়। দশ বছর এই পাড়ায় রয়েছেন তিনি, এ পাড়ার কোন লোকটা তাকে চেনে না? আর আজ এখানেই তার বিপদ! আহত অভিমান কণ্ঠে বলেন রাকীব সাহেব। এদিকে একের পর এক দাঙ্গার খবর আসতে শুরু করেছে। কর্পোরেশন স্ট্রিট, মানিকতলা মুসলমান বস্তি কিছুই বাদ যায় না।

> "আল্লাহু-আকবার আর বন্দেমাতরম, দুটো শব্দ দুটো ধ্বনিই আবাল্য শোনা মালুর। কী এক ঝংকার, কী এক ছন্দের মতো শব্দ দুটো বাজতো ওর কানে, কিন্তু, আজ শুধু পাশবিকতার হুংকার হয়েই যেন ধেয়ে আসছে সে ধ্বনি। উলঙ্গ হিংস্র এক মৃত্যুর ঘোষণা সে ধ্বনির আড়ালে।"[১৮]

আল্লাহর ধ্বনি আর স্বাধীনতার ধ্বনি কখন যেন সাম্প্রদায়িকতার স্লোগানে পরিণত হয়েছে।

অবশেষে সাম্প্রদায়িক সহিংস্রতা কড়া নাড়ে শচীন বাবুর হোটেলে। রাকীব সাহেব ও মালু তাদের টার্গেট। বাধা দেয় শচীন বাবু। এতকালের বন্ধুকে তিনি কি এভাবে ধর্মের নামে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিতে পারেন? না পারেন না, তার কাছে হিন্দু-মুসলমানের থেকে মানবতা বেশি গুরুত্বপূর্ণ। তাই নিজের জীবন দিয়েও বন্ধুর প্রাণ বাঁচাতে তিনি বদ্ধপরিকর।

> "শালা আস্ত শয়তান। সরিয়ে দিয়েছে। কাট, এই শালাকেই কাট। কোমরের ভাঁজ থেকে ছুরি বের করে নেয় ওদের একজন। ছুরির ফলাটাকে বার দুই চক্কর খাইয়ে ছুটে আসে শচীন বাবুকে লক্ষ্য করে। চুপচাপ চেয়ে রয়েছেন শচীন বাবু। যেন কেটে ফেললে খুব বেশি অসুবিধা হবে না তাঁর।
>
> না কেটে লাভ নেই। ছেলে পুলে সায় সম্পত্তি সহ পুড়িয়ে মার শালাকে। পেট্রোল ছিটিয়ে শালার হোটেলে আগুন লাগিয়ে দাও। নির্ঘাত অপমৃত্যু। পুড়িয়েই হোক আর কেটেই হোক মৃত্যুটা বুঝি বিনা ভোটেই পাস হয়ে যায়। দু-পা এগিয়ে আসেন শচীন বাবু। বললেন : আপনারা এসব কি বলছেন: রাকীব সাহেব যে সেই বিকালে বেরিয়েছেন আর তো ফেরেননি।
>
> শালা মিথ্যুক। সেই প্রথম লোকটি, কেটে মারার পক্ষেই যার মত, সে-ই বলল।"[১৯]

সম্প্রীতির নজির গড়ে বন্ধুর প্রাণ বাঁচাতে সক্ষম হন শচীন বাবু।

> "পূর্ব আকাশে দিনের হাতছানিটা স্পষ্ট হবার আগেই ওদের গাড়িতে পুরে ষাট মাইল স্পীড নিল শচীন বাবু। এরা জীবনের রাজ্যে ফিরে এল। অনুরক্ত বন্ধু, শিষ্যটির প্রতি কৃতজ্ঞতায় ছলছলিয়ে উঠল রাকীব সাহেবের চোখজোড়া। মনের অনুভূতিটা ব্যক্ত করতে গিয়ে শচীন বাবুর হাত ধরে কেঁদে ফেললেন তিনি। চোখের অশ্রু জানিয়ে দিল গভীর অন্তরের কথাটা।"[২০]

এই সম্প্রীতির নজির একা শচীন বাবু গড়েননি। গড়েছে আরো অনেকে, তাদের মধ্যে অন্যতম এক ডজনের উপর জোয়ান ছেলে। ধর্ম পরিচয় তারা হিন্দু অথচ সম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে তারা রুখে দাঁড়িয়েছে রক্ষা করেছে রাবেয়াদের হোস্টেল।

> "দু-দুবার এটাক হয়েছে। শেষের বার তো ঠেকাবার জন্য বন্দুকই ছুঁড়তে হল। খবর গেছে লালবাগে। তবু এখনো আসছে না পুলিশ। বলা তো যায় না কখন আবার এটাক করে বসে। তা আমরাও রেডি, দেখছেন তো বন্দুক, এলোপাতাড়ি গুলি ছুঁড়ে চলব। দুচারটে মরে মরুক, মরা দরকার।
>
> ও কী, ফ্যাল ফ্যাল করে দেখছেন কী? যান না ভেতরে। দেখা করে আসুন গিয়ে। আপনার দিদি বুঝি? তা মশায় আপনারাও তো বেশ লোক! দেখছেন হাঙ্গামা পাকিয়ে উঠেছে, কাল বেলা-বেলি এসে নিয়ে গেলেই পারতেন?"[২১]

মুক্তি পাওয়ার পর 'ধর্ষিত কলকাতার বেহুঁশ রাজপথে' হাঁটতে হাঁটতে রাবেয়া খাতুন ওরফে রাবু এক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন তুলেছে—

> "মালুর কাছে স্পষ্ট নয় কথাগুলো। জিজ্ঞাসু চোখে ও চেয়ে থাকে রাবুর মুখের দিকে। রাবু ততক্ষণে শেষ করেছে ওর কথাটা-নইলে বিদেশি শত্রুকে ভুলে গিয়ে নিজেরা নিজেরা মারামারি কাটাকাটি করব

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 123
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 982 - 992
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

> কেন আমরা? মালু আরও নির্দিষ্ট করে আরো স্পষ্ট করে বুঝতে চায় ব্যাপারটা। তুমি তা হলে বলতে চাও পরাধীনতার শৃঙ্খল মোচনে হিন্দু-মুসলমান মিলিত সংগ্রাম সম্ভব?
> কেন সম্ভব নয়? ক্ষেতে ওরা লাঙ্গল দেয় একসাথে, আপিসে কারখানায় কাজ করে এক সাথে। ইংরেজের লাথি খায় এক সাথে। সংগ্রামটা এক সাথে করতে পারবে না কেন?"[২২]

এই প্রশ্নটি সে সময় যতটা প্রাসঙ্গিক ছিল বর্তমানেও ততটাই প্রাসঙ্গিক। দুঃখের বিষয় এর উত্তর তখনও পাওয়া যায়নি এবং এখনো পাওয়া যাচ্ছে না।

এরপর দেখা যাবে রাবু, জাহেদ, মালু কলকাতার বিভিন্ন স্থানে দাঙ্গা বিরোধী সভা করে বেড়াচ্ছে। হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতির বার্তা দিচ্ছে। কিন্তু দ্বি-জাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে দেশভাগ আটকানো গেল না। নতুন রাষ্ট্র পাকিস্তান একটা শ্রেণীর ভাড়ার পূর্ণ করে দিল -

> "পাকিস্তানের বদৌলতে সৈয়দ সাহেব ধাঁই ধাঁই করে উপরে উঠছেন, আড়াই বছরে তিনটি পদোন্নতি পেয়েছেন। চতুর্থ পঞ্চম বা তার পরেও যদি উপরে উঠবার জায়গা থাকে সেখানে পৌঁছুবার সুযোগ তিনি হয়তো পাবেন একটু ধৈর্য ধরলেই।"[২৩]

ঢাকা শহরে যেমন সৈয়দ সাহেবের মত মানুষের ভাড়ার পূর্ণ হয়েছে, গ্রামে তেমনি রমজানের মত মানুষের ভাড়ার পূর্ণ হয়েছে। তার এই ভাড়ার পূর্ণ করতে খালি হয়েছে তালতলি।

> "কম জ্বালিয়েছে, কম জ্বালাচ্ছে ওই লোকটা? উৎখাত করেছে গোটা বাকুলিয়া। তাতেও কী তার তিয়াষ মিটেছে? মাত্র দু'দিনের মাঝে ফাঁকা হয়ে গেল অতবড় তালতলি। সোনা দানা জায় জেয়র যতটুকু সম্ভব সঙ্গে নিয়ে গেছে, কিন্তু জোত-জমি, বাড়ি-ঘর তো আর হাঁটতে পারে না? বোঁচকা বেঁধে নিয়ে যাবার জিনিসও নয়, সে সব তো রয়েই গেল। ধর্ম না না হয় আলাদা, তাই বলে কী ওরা মানুষ নয়? ওরা এ দেশের মাটির সন্তান নয়? হাজার বছর সুখে-দুঃখে এক সাথে থাকিসনি? আর সেই মানুষগুলোর দুর্দশার সুযোগ নিয়ে এমন বেঈমানী করলি তুই? লাখ লাখ টাকার আমানত স্রেফ জবত করে নিলি?"[২৪]

তালতলিতে আর কিছুই অবশিষ্ট নেই।

> "জন নেই, মানুষ নেই, কোথাও এতটুকু কোলাহল নেই। বড় বড় দালানগুলো দাঁড়িয়ে আছে বসতিহীন শ্রীহীন শোভাহীন। যেন প্রাগৈতিহাসিক কংকালের সারি। সভ্যতার কোনো লুপ্ত যুগের স্মারক। কী এক শূন্যতায় খাঁ খাঁ করছে তালতলি।
> শ্মশানের দীর্ঘশ্বাসের মতো কী এক হাহাকার তালতলির মাটির বুকে।"[২৫]

এই 'নেই' এর মাঝে রয়ে গেছে সেকান্দার মাস্টার, লেকুর মত মানুষেরা। যাদের জীবনে শুধু নিঃসঙ্গতা, শুধু ব্যর্থতাবোধ। নতুন রাষ্ট্র পাকিস্তান তাদের নতুন কিছু দেয়নি। অথচ তারা রয়ে গেছে –

> "বলার জন্য, শুধু বলার জন্যই তো এখনো বেঁচে আছে সেকান্দার মাস্টার।"[২৬]

গল্প বলার জন্যই তার বেঁচে থাকা।

> "গল্পের ওদের শেষ নেই। তালতলির গল্প, বাকুলিয়ার গল্প, যুদ্ধের গল্প, দুর্ভিক্ষের গল্প, দাঙ্গার গল্প, ইংরেজ চলে যাবার গল্প, রমজানের মতো এই দেশটাকে যারা ভোজবাজি দেখাল তাদের গল্প, ভিটেহারাদের গল্প সবমিলিয়ে ওদের নিজেদের গল্প। ওদের এক একটি জীবন অসংখ্য কাহিনী। সে কাহিনীর সবটুকু কেউ জানে না। মালু জানে না, লেকু আর হুরমতি কেন আর কেমন করে দূর দেশে পাড়ি দিয়েছিল, কখন আর কেনই বা ফিরে এসেছে বাকুলিয়ায়। ওই ফজর আলী। এত লোক এত কিছু করছে, এত দিকে ছুটছে, কিন্তু ফজর আলী কেন মাটি কামড়ে পড়ে আছে? মালু জানে না।
> রেহানী জমিগুলো কি উদ্ধার করতে পেরেছে লেকু? বাপের কাছ থেকে পাওয়া জাম কাঠের চৌকিতে শুয়ে আজও কী স্বপ্নে দেখে ও? মালু জানে না। রোদ বৃষ্টি ঝড় তুফান মাথায় নিয়ে গোটা তল্লাট জুড়ে বটবৃক্ষের মতো যে দাঁড়িয়ে আছে সেকান্দর মাস্টার, তার কথাগুলো কী সব শোনা হয়েছে? হয়ত

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 123
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 982 - 992
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

> প্রয়োজন নেই সব কথা শোনার। কেননা একই প্রাণের সূত্রে গাঁথা ওদের জীবন। ওদের স্বপ্ন ওদের আশা-ভঙ্গ, ওদের অটুট। সবমিলিয়ে ওরা চলমান মানুষ। কোথাও থমকে দাঁড়ায়নি ওরা।”[২৭]

সুদিনের স্বপ্ন দেখে মানুষগুলো নেমেছিল পথে। নতুন রাষ্ট্র পাকিস্তানে সেই স্বপ্নভঙ্গ হয়েছে। জন্ম নিয়েছে সাম্প্রদায়িকতা। কিন্তু ওই চলমান মানুষগুলো থেমে দাঁড়ায়নি। তাদের এখন অনেক পথ চলা বাকি। সামনে ৫২-র ভাষা আন্দোলন, ৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ তারপরে পথ আরো, আরো অনেক দূরে যেতে হবে তাদের।

> “ওরা চলছে। ওদের আর চলার শেষ নেই। অন্ধকার ছিল। অন্ধকারের বুক চিরে কখন তারার আলো চোখ মেলেছে। তারপর তারার উজ্জ্বল চোখগুলো এক সময় নিষ্প্রভ হল। সূর্য উঠল। স্নিগ্ধ ঔজ্জ্বল্যে নিরুপম ভোরের সূর্য।”[২৮]

উপন্যাসের পরিসমাপ্তি ঘটে জাহেদের গ্রেফতারির মাধ্যমে। কিন্তু দেশ তো এখন স্বাধীন, তাহলে জাহেদের অপরাধ কি? - অপরাধ হল জাহেদ নিজের রাজনৈতিক অবস্থান পরিবর্তন করে চেয়েছিল সম্প্রীতির বার্তা দিতে। চেয়েছিল গ্রামের অসহায় মানুষগুলোকে রামজানের থেকে রক্ষা করতে। যা পশ্চিমী শাসকদের পছন্দ নয়। জাহেদের মতো আরো অনেককে গ্রেফতার হতে হবে। স্বাধীন রাষ্ট্র পাকিস্তানে গণতন্ত্র হবে বিপন্ন। ফলস্বরূপ আমরা দেখব দীর্ঘ নয় মাস ব্যাপী মুক্তিযুদ্ধ এবং একাত্তরে বাংলাদেশ নামক নতুন রাষ্ট্রের জন্ম।

Reference:

১. ছফা, আহমেদ, ‘বিকল্প উন্নয়ন কৌশল’, নির্বাচিত প্রবন্ধ, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ২০১৫, পৃ. ৪০৩
২. গঙ্গোপাধ্যায়, সৌরেন্দ্রোমোহন, রাজনীতির অভিধান, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, জুলাই ২০১৩, পৃ. ৩৩০-৩৩১
৩. কায়সার, শহিদুল্লাহ, সংশপ্তক, চারুলিপি প্রকাশন, ঢাকা, এপ্রিল, ২০২৩, পৃ. ২৬
৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮
৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ২১
৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৮
৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৪
৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ১১২
৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩৮
১০. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫৮
১১. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫৯-১৬০
১২. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩৭
১৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩৭
১৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪০
১৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ২২৪
১৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ২২৯
১৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৩৩
১৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৩৬
১৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৩৮-২৩৯
২০. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৪০
২১. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৪৩
২২. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৪৫

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 123
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 982 - 992
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

২৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩১৪
২৪.. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৬৫
২৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৬৫
২৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৬৬
২৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৯৭
২৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৯৯